জনকণ্ঠ

তারিখ ... 0-2-FEB-2008 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

অভিমত

তানিয়া সুলতানা

প্রাপ্ত বয়স্ক। তার জীবনকে সে কিভাবে গড়বে; রাজনীতি করবে কি না; জীবনের লক্ষ্য কী স্থির করবে সেটা সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আবার ক্যাম্পাসে রাজনীতি বলতে শুধু যদি একদল উন্মত্ত ছেলের চেহারা চোখে ভেসে উঠে, তাও হবে ভুল। বিগত দিনের ইতিহাস থেকে দেখা যায় ক্ষমতার লোভ কিংবা কাঙ্ক্ষিত দেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে অনেক শিক্ষকও রাজনীতি করেন এবং নিজেদের বর্ণিত করেন সাদা, নীল বা গোলাপী বর্ণে। আমরা ছাত্ররা জানি, সাদা দলের শিক্ষকরা বিএনপি; নীল দলের শিক্ষকরা আওয়ামী লীগ। আরও জানি, একজন সাদা শিক্ষক ও একজন নীল শিক্ষক ছাত্রদের দাবি নিয়ে কখনও একমত হবেন না। এর একমাত্র কারণ, তাদের স্ব স্ব বর্ণ। ৮ জানুয়ারি নীল দলের শিক্ষকরা কালো ব্যাজ ধারণ করেছেন, সাদা দল করেনি। অথচ ছাত্র শিক্ষকদের মুক্তি একটি বিশেষ দল নয়, সারা দেশের মানুষের চাওয়া। সাদা দলের শিক্ষকরা আমাদের বন্দী শিক্ষকদের কিছুতেই শুধু শিক্ষক হিসাবে চিন্তা করতে পারছেন না। বন্দী শিক্ষকদের রংটাই তাদের কাছে বড় হয়ে ধরা দিচ্ছে। রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা একজন শিক্ষক বা ছাত্রের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা শুধু চাই, তাঁদের যা করণীয় তা যেন তাঁরা আমাদের ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ অক্ষত রেখে করেন। ১৯৭১ সালে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের সবাই কি রাজনীতিবিদ কিংবা প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য ছিলেন? আমাদের মতো সাধারণ শিক্ষার্থীরা কি লেখাপড়া আর নিজেদের ভবিষ্যত শিকেয় তুলে মৃত্যুকে আপন করে নেয়নি? তার মানে হলো, ভাল কিছু করার জন্য রাজনীতি সচেতন হওয়াই যথেষ্ট। আজকে আমাদের দেশে যে নোংরা রাজনীতি ছড়িয়ে আছে, কেন আমরা সেই পাঁকে নামিয়ে দেব? কেন সাদা শিক্ষক, নীল শিক্ষক একে অপরকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেবেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি শিক্ষকদের একত্রিত রাখার জন্য, শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া সমুন্নত রাখার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কাজ করে। অথচ অনেকেই আমাদের সঙ্গে এক মত হবেন, শিক্ষক সমিতিতে প্রস্তাব পাস হয় নীল বা সাদা দলের চাহিদা অনুযায়ী, মোটেই ভার্সিটির প্রয়োজনকে সামনে রেখে নয়। সিডরদুর্গত একজন শিক্ষককে এক লাখ টাকার অনুদান প্রদান তাই প্রমাণ করে। ৩৫ হাজার শিক্ষার্থীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যিকারভাবে ছাত্ররাজনীতি করেন বড়জোড় চার শ' শিক্ষার্থী। আরও কিছু সংখ্যক অসহায় ছাত্রছাত্রী হলে সীট পাওয়া বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ছাত্র সংগঠনগুলোতে নাম লেখান। ২০০৬-এর অক্টোবর, নবেম্বর, ডিসেম্বর ও ২০০৭-এর সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, মোট ৫ মাস বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস বন্ধ ছিল। আমাদের জীবন থেকে পাঁচ মাস হারিয়ে গেছে। ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষের ঢাবির ছাত্রদের বেশিরভাগই এখনও তৃতীয় বর্ষে উঠতে পারেনি। অথচ ঢাবিরই অন্তর্ভুক্ত ধফর্ধটরহ অর্দ্ধর্ধর্ণণ মত ওডধণভড়ণ টডভ কণডদডমফমথহ (অওক)-এর ২০০৪-২০০৫ বর্ষের ছাত্ররা ৪র্থ বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কতটুকু খবর রাখে জানি না, আমরা দেখছি পড়াশোনায় এ রকম বার বার বিরতি পড়ায় হতাশ হয়ে লেখাপড়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে কত মেধাবী ছেলেমেয়ে। কত অভিভাবকরা গ্রাজুয়েশন করানোর ধৈর্য্য ধরতে না পেরে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন মেয়েদের। এই ছেলেমেয়েদের গ্রাজুয়েশন কি আদৌ হবে? হলেও কতটুকু ভাল ফল নিয়ে ওরা পাস করবে? এভাবে একটি জাতির সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত নষ্ট হচ্ছে না?

২১ আগস্ট ঘটনার পর পুরো দুই মাস ঢাবি বন্ধ থাকে। জরুরী আইন শুধ ঢাবির ছাত্ররাই ভঙ্গ করেনি সঙ্গে যোগ দিয়েছিল

...জোর
... যদি

... ত্যাগ স্বীকার করতেন, আমাদের কর্তৃপক্ষ যদি একটু সচেতন হতে, তবে ডিসেম্বরে ১৪ থেকে জানুয়ারি ৭ পর্যন্ত আমরা যে দীর্ঘ ছুটি পেয়েছি, তা ৮ দিন কমিয়ে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করতেন। ২০০৬-এর ডিসেম্বরের ক্ষতিটুকু পূরণ করতে পারতেন ২০০৭-এর এক মাস দীর্ঘ গ্রীষ্মকালীন ছুটিটা অন্তত ১৫ দিন কমিয়ে দিয়ে। এ দেশ থেকে গ্রাজুয়েশন করে বাইরে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীরা দেখেন, তারা তাদের সতীর্থদের চেয়ে অন্তত তিন চার বছরের বড়। হায়রে সেশনজট! হায়রে ছাত্র শিক্ষকদের অপরাজনীতি! আমরা ঢাবির শিক্ষার্থীরা অবশ্যই রাজনীতি সচেতন হব, রাজনীতি করব, কিন্তু হত্যা, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি নয়। জাতির প্রয়োজনে আমরা মাঠেও নামব, যেমন ভাষা আন্দোলনে নেমেছিলাম, মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা বিশেষ কোন গোষ্ঠীকে সাহায্য করার জন্য নয়; শুধুই দেশের জন্য, শুধু আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলার জন্য।

আমরা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে পল্টনের মিছিলে যোগ দেব না। একজন ব্যবসায়ীকে যেমন তার বেচাকেনা ঠিক রেখে রাজনীতি করতে হয়; তেমনি আমরা ছাত্ররা চলুন পড়াশোনা ঠিক রেখে, ক্যাম্পাসকে স্বাভাবিক ও অক্ষত রেখে রাজনীতি করতে প্রতিশ্রুত হই। ছাত্ররাজনীতি এবং শিক্ষক রাজনীতি সবই চলুক, কিন্তু তা যেন হয় ছাত্রদের ক্ষতিগ্রস্ত না করে। চার বছরের অনার্স আমরা চার বছরেই শেষ করতে চাই, ছয় কিংবা সাত বছরে নিয়ে যেতে চাই না।

প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।